তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত “উপাত্ত সুরক্ষা আইন, ২০২৩” সম্পর্কে সর্বসাধারণের মতামত প্রদানের জন্য খসড়া আইনটি ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। আপনার মূল্যমান মতামত mohammed.yousuf@ictd.gov.bd ই-মেইল যোগে অথবা সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ বরাবর পত্রযোগে প্রেরণের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

DRAFT

খসড়া

২৪/০৭/২০২৩

উপাত্ত সুরক্ষা আইন, ২০২৩

সূচিপত্র

পূর্ণাঙ্গ শিরোনাম

প্রস্তাবনা

ধারাসমূহ

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন

২। সংজ্ঞা

৩। আইনের প্রাধান্য

৪। প্রয়োগ

দ্বিতীয় অধ্যায়

উপাত্ত সুরক্ষার নীতি

৫। উপাত্ত সুরক্ষার নীতি

তৃতীয় অধ্যায়

উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণ

৬। উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণ

৭। উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণে সম্মতি গ্রহণ

৮। উপাত্তধারীকে অবহিতকরণ

৯। ব্যক্তিগত গোপনীয়তার সুরক্ষা

১০। উপাত্তধারীর নিকট হইতে উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতি

চতুর্থ অধ্যায়

সংবেদনশীল উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ

১১। সংবেদনশীল উপাত্ত

DRAFT

পঞ্চম অধ্যায়

শিশু-সম্পর্কিত উপাত্ত

১২। শিশু-সম্পর্কিত উপাত্ত

ষষ্ঠ অধ্যায়

উপাত্তধারীর অধিকার

১৩। উপাত্তে প্রবেশাধিকার

১৪। সংশোধনের অধিকার, ইত্যাদি

১৫। সম্মতি প্রত্যাহার

১৬। উপাত্ত বহনযোগ্যতার (portability) অধিকার

১৭। বিদেশি উপাত্তধারীর অধিকার

১৮। উপাত্ত মুছিয়া ফেলিবার অধিকার

১৯। উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ নিবৃত্ত (prevent) করিবার অধিকার

২০। অধিকার প্রয়োগের সাধারণ শর্তাদি

সপ্তম অধ্যায়

জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা

২১। জবাবদিহিতা

২২। স্বচ্ছতা

২৩। উপাত্ত প্রকাশে সীমাবদ্ধতা

২৪। উপাত্তের নিরাপত্তা বিধানের মানদণ্ড

২৫। উপাত্ত ধারণের (retention) শর্তাদি

২৬। উপাত্তের শুদ্ধতা (integrity) ও উপাত্তে প্রবেশের অধিকার

২৭। রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ

২৮। উপাত্তের গোপনীয়তা লঙ্ঘন (data breach) সম্পর্কিত নোটিশ প্রদান সংক্রান্ত বিধান

২৯। উপাত্ত নিরীক্ষা

৩০। উপাত্তের গোপনীয়তা লঙ্ঘনে উপাত্ত-জিম্মাদারের দায়িত্ব

৩১। উপাত্ত সুরক্ষা কর্মকর্তা (Data Protection Officer)

৩২। উপাত্ত সুরক্ষার সামগ্রিক পরিকল্পনা (design)

অষ্টম অধ্যায়

অব্যাহতি সংক্রান্ত বিষয়াদি

৩৩। অব্যাহতি

৩৪। অধিকতর অব্যাহতি প্রদানের ক্ষমতা

DRAFT

নবম অধ্যায়

বাংলাদেশ উপাত্ত সুরক্ষা বোর্ড স্থাপন, গঠন, ইত্যাদি

৩৫। বোর্ড গঠন, কার্যালয়, ইত্যাদি

৩৬। চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের নিয়োগ, ইত্যাদি

৩৭। সাধারণ পরিচালনা

৩৮। বোর্ডের সভা

৩৯। বোর্ডের জনবল

৪০। বোর্ডের ক্ষমতা

৪১। বোর্ডের কার্যাবলি

৪২। আদর্শ পরিচালন-বিধি প্রণয়ন

৪৩। বাজেট

৪৪। হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা

৪৫। বোর্ডের নির্দেশ প্রদানের ক্ষমতা

৪৬। ক্ষমতার্পণ

৪৭। জনসেবক

৪৮। উপাত্ত সরবরাহ

৪৯। অনুসন্ধান ও তদন্তের ক্ষমতা

দশম অধ্যায়

উপাত্ত মজুত ও স্থানান্তর সংক্রান্ত বিধান

৫০। শ্রেণিকৃত উপাত্ত (classified data) মজুতকরণ

৫১। উপাত্ত স্থানান্তর সংক্রান্ত বিধান

একাদশ অধ্যায়

উপাত্ত সুরক্ষা রেজিস্টার

৫২। উপাত্ত-জিম্মাদার ও প্রক্রিয়াকারী তালিকাভুক্তকরণ

৫৩। উপাত্ত সুরক্ষা রেজিস্টার

৫৪। রেজিস্টারে প্রবেশাধিকার

দ্বাদশ অধ্যায়

অভিযোগ দায়ের, প্রশাসনিক জরিমানা, ইত্যাদি

৫৫। অভিযোগ দায়ের

৫৬। অবৈধভবে উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ

৫৭। যথাযথ সুরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থতা

৫৮। নির্দেশ প্রতিপালনে ব্যর্থতা

৫৯। উপাত্ত স্থানান্তর, বিক্রয়, ইত্যাদি সংক্রান্ত বিধানের লঙ্ঘন

DRAFT

৬০। বিধি দ্বারা নির্দেশ, ইত্যাদির লঙ্ঘন নির্ধারণ
৬১। ক্ষতিপূরণ আদায়
৬২। বিদেশি কোম্পানি কর্তৃক এই আইনের বিধানের লঙ্ঘন
৬৩। প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ

ত্রয়োদশ অধ্যায়

আপীল, আপীল কর্তৃপক্ষ গঠন, ইত্যাদি

৬৪। আপীল, আপীল কর্তৃপক্ষ গঠন, ইত্যাদি

চর্তুদশ অধ্যায়

বিবিধ

৬৫। কতিপয় ক্ষেত্রে সরকারের নির্দেশ প্রদানের ক্ষমতা
৬৬। প্রতিবেদন, ইত্যাদি
৬৭। এই আইন কার্যকর হইবার পূর্বে প্রক্রিয়াকৃত উপাত্ত সম্পর্কে অনুসরণীয় বিধান
৬৮। অসুবিধা দূরীকরণ
৬৯। দ্বিপাক্ষিক, বহুপাক্ষিক এবং আন্ত:রাষ্ট্রীয় সহযোগিতার বিধান
৭০। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা
৭১। ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ

DRAFT

বিল নং . . . . . , ২০২৩

কোনো ব্যক্তির উপাত্ত সুরক্ষা ও উহার প্রক্রিয়াকরণ সংক্রান্ত কার্যাদি তত্ত্বাবধান এবং আনুষঙ্গিক বিষয়ে বিধান প্রণয়নকল্পে আনীত

বিল

যেহেতু কোনো ব্যক্তির অধিকারে থাকা উপাত্তের সুরক্ষা প্রদান করা আবশ্যক; এবং

যেহেতু কোনো ব্যক্তির উপাত্ত সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ, মজুত, ব্যবহার বা পুনঃব্যবহার, হস্তান্তর, প্রকাশ, বিনষ্টকরণ ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিধান করা আবশ্যক; এবং

যেহেতু জনগনের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির গবেষণা (Research & Development) এবং উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে উপাত্তের নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিত করা আবশ্যক; এবং

যেহেতু আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত উপাত্ত সুরক্ষার নীতিসমূহ অনুসরণক্রমে বৈশ্বিক পরিমন্ডলে মুক্ত বাণিজ্যের প্রসার ও বিস্তৃতি ঘটানের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উপাত্তের ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ; এবং

যেহেতু কোনো ব্যক্তির উপাত্ত সুরক্ষা ও উহার প্রক্রিয়াকরণ সংক্রান্ত কার্যাদি তত্ত্বাবধান ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:

প্রথম অধ্যায়
প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।- (১) এই আইন উপাত্ত সুরক্ষা আইন, ২০২৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে এই আইন কার্যকর হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এই আইন সংসদ কর্তৃক গৃহিত হইয়া রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভের পর সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশের তারিখ হইতে পরবর্তী ৩(তিন) বৎসর মেয়াদকালে কোনো তারিখ নির্ধারণ করিয়া এই আইনের কার্যকরতা প্রদান করা যাইবে না।

২। সংজ্ঞা।- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(ক) "অজ্ঞাতনামা উপাত্ত (pseudonymized data)" অর্থ এই আইনের অধীন অজ্ঞাতনামে বা ছদ্মনামের যে উপাত্ত প্রক্রিয়া করা হয়;

(খ) "উপাত্ত (data)" অর্থ কোনো আনুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে প্রস্তুতকৃত কোনো তথ্য, জ্ঞান, ঘটনা, ধারণা, মতামত বা নির্দেশাবলীর উপস্থাপনা যাহা প্রয়োজনীয় যোগাযোগ, ব্যাখ্যা, প্রক্রিয়াকরণ বা সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে যান্ত্রিক বা স্বয়ংক্রিয় বা অন্য কোনো উপায়ে প্রক্রিয়া বা প্রস্তুত করা হইয়াছে, হইতেছে বা হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো একক ব্যক্তিকে সনাক্ত করিতে অক্ষম এমন কোনো এনক্রিপটেড, বা অজ্ঞাতনামা উপাত্ত ব্যক্তিগত উপাত্তের অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

(গ) "উপাত্তধারী (data subject)" অর্থ উপাত্ত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি;

(ঘ) "উপাত্ত-জিম্মাদার (data-fiduciary)" অর্থ সরকারি কোনো কর্তৃপক্ষ, কোম্পানী বা অন্য কোনো আইনগত ব্যক্তি সত্ত্বা যিনি, একক বা যৌথভাবে, কোনো সুনির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্যে কোনো উপাত্ত প্রক্রিয়া করেন বা উক্ত উদ্দেশ্যে উহা তত্ত্বাবধান করেন বা উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণের উদ্দেশ্যে অন্য কোনো ব্যক্তি বা আইনগত ব্যক্তি সত্ত্বাকে ক্ষমতা প্রদান করেন, তবে কোনো প্রক্রিয়াকারী ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

(ঙ) "উপাত্তের চ্যুতি (data breach)" অর্থ উপাত্তের নিরাপত্তার চ্যুতি যাহার ফলে সঞ্চারিত, মজুতকৃত বা অন্য কোনোভাবে প্রক্রিয়াকৃত কোনো উপাত্ত দুর্ঘটনাবশত বা বেআইনীভাবে বিনষ্ট, ক্ষতি, পরিবর্তন বা অননুমোদিতভাবে প্রকাশ হইতে পারে বা উহাতে অনুপ্রবেশ ঘটিতে পারে;

(চ) "চেয়ারম্যান" অর্থ ধারা ৩৬ এর অধীন নিযুক্ত বোর্ডের চেয়ারম্যান;

(ছ) "জেনেটিক উপাত্ত (genetic data)" অর্থ কোনো একক ব্যক্তির উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত বংশানুগতি বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধীয় উপাত্ত যাহা উক্ত ব্যক্তির চারিত্রিক, মানসিক বা স্বাস্থ্যগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অনন্যভাবে কোনো উপাত্ত প্রদান করে, এবং বিশেষ করিয়া উক্ত ব্যক্তির জৈব নমুনা বিশ্লেষণে যে মানসিক বা স্বাস্থ্যগত বৈশিষ্ট্য নিশ্চিত করা হয়;

(জ) "নির্ধারিত" অর্থ বিধি দ্বারা নির্ধারিত;

(ঝ) “নিরীক্ষক” অর্থ ধারা ২৯ এর উপ-ধারা (৩) এর অধীন নির্ধারিত যোগ্যতাসম্পন্ন উপাত্ত নিরীক্ষা কাজে নিয়োজিত কোনো ব্যক্তি;

(ঞ) “পরিলেখা (profiling)” অর্থ কোনো ব্যক্তির কোনো তথ্য বা উপাত্ত সংগ্রহ সংক্রান্ত কোনো কার্য যাহাতে উক্ত ব্যক্তির ব্যক্তিগত তথ্য বা উপাত্তের বিবরণ সন্নিবেশিত থাকে;

(ট) “প্রক্রিয়াকরণ” অর্থ কোনো উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণের উদ্দেশ্যে সক্রিয়ভাবে কোনো কার্য পরিচালনা, উহা স্বয়ংক্রিয়ভাবে করা হউক বা না হউক, যেমন-উপাত্ত সংগ্রহ, লিপিবদ্ধ, বিন্যাস (organization), সংযোজন (structuring), মজুত, অভিযোজন বা পরিবর্তন, প্রত্যাবর্তন বা পুনরুদ্ধার, পরামর্শে ব্যবহার, সঞ্চালনের মাধ্যমে প্রকাশ, বিতরণ বা অন্য কোনোভাবে প্রাপ্তিসাধ্য, সারিবদ্ধ (alignment) বা সংযোজন (combination), সীমিত বা বিনষ্ট করা অথবা মুছিয়া ফেলা;

(ঠ) “প্রক্রিয়াকারী” অর্থ সরকারি কোনো কর্তৃপক্ষ, কোম্পানী বা অন্য কোনো ব্যক্তি, আইনগত ব্যক্তি স্বত্তা, বা এমন কোনো ব্যক্তি যিনি উপাত্ত-জিম্মাদারের পক্ষে উপাত্ত প্রক্রিয়া করেন, তবে উপাত্ত-জিম্মাদারের কোনো কর্মচারী ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

(ড) “বায়োমেট্রিক উপাত্ত” অর্থ উপাত্তধারীর শারীরিক, মানসিক বা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পরিমাপক বা কারিগরি প্রক্রিয়াকরণ ক্রিয়াপদ্ধতির নির্ণায়ক সংক্রান্ত মুখমণ্ডলের প্রতিচ্ছবি, হস্তাঙ্গুলের রেখাসমূহের ছাপ, চোখের তারার অভিবীক্ষণ (iris scan) বা অন্য কোনো সমজাতীয় উপাত্ত যাহা কোনো একক ব্যক্তির পরিচয় অনন্যভাবে শনাক্ত বা চিহ্নিত করে;

(ঢ) “বিধি” অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(ণ) “বোর্ড” ধারা ৩৫ এর অধীন গঠিত বাংলাদেশ উপাত্ত সুরক্ষা বোর্ড;

(ত) “ব্যক্তি” অর্থে কোনো একক ব্যক্তি, আইনগত ব্যক্তিসত্ত্বা, সংস্থা, অংশীদারী কারবার, কোম্পানী, সমিতি, কর্পোরেশন, সমবায় সমিতি, প্রতিষ্ঠান বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থাও (statutory body) ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(থ) "ব্যক্তিগত উপাত্ত" অর্থ কোনো একক ব্যক্তি সম্পর্কিত কোনো উপাত্ত যাহার দ্বারা উক্ত ব্যক্তিকে সনাক্ত করা যায়;

(দ) "সদস্য" অর্থ ধারা ৩৬ এর অধীন নিযুক্ত বোর্ডের কোনো সদস্য;

(ধ) "সম্মতি (consent)" অর্থ উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণের জন্য উপাত্তধারী কর্তৃক স্বেচ্ছায় ও সুস্পষ্ট ইতিবাচক কোনো কার্য বা ঘোষণা দ্বারা প্রদত্ত নির্দেশনা (indication);

(ন) "স্বাস্থ্য সম্পর্কিত উপাত্ত (health data)" অর্থ উপাত্তধারীর শারীরিক বা মানসিক অবস্থা সম্পর্কিত কোনো উপাত্ত এবং তদুদ্দেশ্যে উক্ত উপাত্তধারীর অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যৎ স্বাস্থ্যগত অবস্থা সম্পর্কিত রেকর্ডপত্র ও স্বাস্থ্যগত অবস্থা সংক্রান্ত বিষয়ে সেবা প্রদানের সহিত সম্পর্কিত আনুষঙ্গিক অন্যান্য উপাত্ত, এবং উপাত্তধারীকে স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের সময় সংগৃহীত উপাত্তও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(প) "সংবেদনশীল উপাত্ত" অর্থ উপাত্তধারীর নিম্নবর্ণিত বিষয়ের উপাত্ত-

(অ) স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় উপাত্তসহ কোনো একক ব্যক্তির চিকিৎসা সংক্রান্ত উপাত্ত;

(আ) জেনেটিক উপাত্ত;

(ই) বায়োমেট্রিক উপাত্ত;

(ঈ) কোনো ব্যক্তি কর্তৃক সংঘটিত অপরাধ বা অপরাধ সংঘটনের অভিযোগ, উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পরিচালিত মামলা বা আইনগত কার্যধারা, উক্ত মামলা বা আইনগত কার্যধারার নিষ্পত্তি, উক্ত মামলায় বা কার্যধারায় আদালত কর্তৃক প্রদত্ত দন্ড;

(উ) বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোনো উপাত্ত।

৩। আইনের প্রাধান্য।- আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলি কার্যকর থাকিবে।

৪। প্রয়োগ।- (১) এই আইন সমগ্র বাংলাদেশে এবং নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তির উপর প্রযোজ্য হইবে, যথা:-

(ক) বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কোনো ব্যক্তির উপাত্ত সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ, ব্যবহার, বিতরণ

বা ধারণ করা;

(খ) বাংলাদেশের বাহিরে বসবাসরত বাংলাদেশের নাগরিকদের উপাত্ত সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ, ব্যবহার, বিতরণ বা ধারণ করা;

(গ) বাংলাদেশে অবস্থান না করিয়া উপাত্ত-জিম্মাদার বা প্রক্রিয়াকারী কর্তৃক কোনো উপাত্ত প্রক্রিয়া করা, যদি উক্তরূপ প্রক্রিয়াকরণ বাংলাদেশে পরিচালিত কোনো ব্যবসার প্রয়োজনে করা হয়, বা উপাত্তধারীকে পণ্য সরবরাহ বা সেবা প্রদান সংক্রান্ত কোন কর্মকান্ড সম্পর্কিত হয়, বা ব্যবসায়িক প্রয়োজনে উপাত্তধারীর পরিলেখা (profiling) প্রস্তুতের সহিত সম্পর্কিত হয়।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, অজ্ঞাতনামা (pseudonymized) বা এনক্রিপটেড উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে এই আইনের বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে না।

দ্বিতীয় অধ্যায়
উপাত্ত সুরক্ষার নীতি

৫। উপাত্ত সুরক্ষার নীতি।- এই আইনের উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে, কোনো ব্যক্তি কর্তৃক উপাত্ত সংগ্রহ, প্রক্রিয়া, ব্যবহার বা ধারণ করিবার ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তিকে উপাত্ত সুরক্ষার নিম্নবর্ণিত নীতির যথাযথ প্রতিপালন নিশ্চিত করিতে হইবে, যথা:-

(ক) **সম্মতি (consent) ও জবাবদিহিতা (accountability):** সংগৃহীত ও প্রক্রিয়াকৃত উপাত্তের জন্য উহা সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণ কার্যের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি উপাত্তধারীর নিকট দায়ী থাকিবে; এবং সংবেদনশীল উপাত্ত ব্যতীত অন্যান্য উপাত্ত সংশ্লিষ্ট উপাত্তধারীর সম্মতিতে প্রক্রিয়া করিতে হইবে; এবং এই আইন ও বিধি অনুসরণ ব্যতীত উপাত্তধারীর কোনো সংবেদনশীল উপাত্ত প্রক্রিয়া করা যাইবে না;

(খ) **পক্ষপাতহীনতা (fair) ও যুক্তিপরায়ণতা:** সকল ক্ষেত্রে পক্ষপাতহীন ও যুক্তিযুক্ত নীতি অনুসরণক্রমে এই আইন ও বিধিতে বিধৃত পদ্ধতিতে উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রক্রিয়া করিতে হইবে;

(গ) **শুদ্ধতা (integrity):** উপাত্তধারীর সহিত প্রাসঙ্গিক নয় এমন অতিরিক্ত বা অপ্রয়োজনীয় কোনো উপাত্ত সংগ্রহ, প্রক্রিয়া, ধারণ বা ব্যবহার করা যাইবে না; এবং

উদ্দেশ্যের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া নির্ভুল (accurate) ও হালনাগাদকৃত উপাত্ত সংগ্রহ, প্রক্রিয়া, ধারণ বা ব্যবহার করিতে হইবে;

(ঘ) **ধারণ (retention):** এই আইন ও বিধির অধীন অনুমোদিত মেয়াদে উপাত্ত ধারণ করা যাইবে; এবং যে উদ্দেশ্যে উপাত্তধারীর উপাত্ত প্রক্রিয়া করা হইয়াছে সেই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় না হইলে উক্তরূপ উপাত্ত স্থায়ীভাবে বিনষ্ট করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে;

(ঙ) **গুণগত-মান (quality) নিশ্চিতকরণ ও উপাত্তে প্রবেশাধিকার (access):** সংগৃহীত, প্রক্রিয়াকৃত, ধারণকৃত বা ব্যবহৃত উপাত্তের গুণগত-মান নিশ্চিত করিতে হইবে; এবং উপাত্তধারীকে ধারণকৃত উপাত্তে প্রবেশাধিকার প্রদান করিতে হইবে, এবং উক্তরূপ উপাত্ত নির্ভুল ও হালনাগাদকৃত না হইলে উপাত্তধারীকে উহা সংশোধনের সুযোগ প্রদান করিতে হইবে;

(চ) **প্রকাশ (disclosure):** উপাত্ত সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ, ধারণ বা ব্যবহারের ক্ষেত্রে উপাত্তধারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করাসহ উক্ত ক্ষেত্রে সর্বদাই জবাবদিহিতার নীতি অনুসরণ করিতে হইবে; এবং এই আইন ও বিধি সাপেক্ষে, উপাত্তধারীর সম্মতি ব্যতিরেকে, যে উদ্দেশ্যে উপাত্ত সংগ্রহ করা হইয়াছে সেই উদ্দেশ্যে ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে উহা প্রক্রিয়াকরণ, ব্যবহার ও প্রকাশ করা যাইবে না;

(ছ) **নিরাপত্তা (security):** সংগৃহীত উপাত্তের যথাযথ নিরাপত্তা নিশ্চিত করিতে হইবে; এবং উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণের সময় যাহাতে উহার কোনো প্রকার ক্ষতি, অপব্যবহার বা পরিবর্তন না করা হয় অথবা অননুমোদিত বা দুর্ঘটনাবশত প্রবেশ করিয়া উপাত্ত প্রকাশ, পরিবর্তন বা বিনষ্ট না করা হয়, সেইজন্য উপাত্ত সুরক্ষার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে;

(জ) **ঝুঁকি-ভিত্তিক সুরক্ষা (risk-based protection) ও সামঞ্জস্যপূর্ণ সুরক্ষা (consistent protection)**: এই আইনের আওতাভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে অবশ্যই ঝুঁকির মাত্রা নির্ধারণপূর্বক প্রয়োজনীয় সামঞ্জস্যপূর্ণ সুরক্ষা-ব্যবস্থা গ্রহণক্রমে উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ ও স্থানান্তরের ক্ষেত্রে এতদসংক্রান্ত দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক চুক্তির সকল

শর্তাদি পরিপালন করিতে হইবে; উক্ত ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অতিরিক্ত কোনো নির্দেশনা, যদি থাকে, তাহাও অনুসরণ করিতে হইবে; এবং

(ঝ) **প্রয়োগযোগ্য মানদন্ড (enforceable standards)**: সকল উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ ও স্থানান্তরের ক্ষেত্রে এতদুদ্দেশ্যে বাংলাদেশের সহিত সম্পাদিত দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক চুক্তির সকল মানদন্ড অনুসরণসহ সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধানকারী কর্তৃপক্ষের সহিত প্রয়োজনীয় প্রায়োগিক সহযোগিতার শর্তাদি পরিপালনের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়
উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণ

৬। উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণ।- এই আইন ও বিধি অনুসরণক্রমে উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রক্রিয়া করিতে হইবে।

৭। উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণে সম্মতি গ্রহণ।- (১) উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণের কার্যক্রম শুরুর পূর্বে তৎসম্পর্কে উপাত্তধারীর সম্মতি ব্যতিরেকে কোনো উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রক্রিয়া করা যাইবে না।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত প্রত্যেক সম্মতি স্বেচ্ছাধীন, সুনির্দ্দিষ্ট, স্পষ্ট ও প্রত্যাহারযোগ্য হইতে হইবে।

(৩) এই ধারার অধীন উপাত্তধারী কর্তৃক যথাযথভাবে সম্মতি প্রদান করা হইয়াছে উহা প্রমাণের দায়ভার উপাত্ত-জিম্মাদারের উপর ন্যস্ত থাকিবে।

(৪) উপাত্তধারী পক্ষভুক্ত রহিয়াছে এমন কোনো চুক্তির অধীন উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণের প্রয়োজনীয় কার্য-সম্পাদনের ক্ষেত্রে তিনি যদি তাহার সন্মতি প্রত্যাহার করেন, তাহা হইলে-

(ক) উক্তরূপ প্রত্যাহারের কারণে উদ্ভূত সকল আইনগত দায়ভার উপাত্তধারীর উপর বর্তাইবে;

(খ) উপাত্তধারী তাহার সম্মতি বহাল থাকাকালীন কোনো কার্য সম্পাদন হইয়া থাকিলে তৎসম্পর্কে তিনি কোনোরুপ বৈধতার প্রশ্ন উত্থাপন করিতে পারিবেন না।

(৫) উপ -ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় হইলে উপাত্ত-

জিম্মাদার কোনো উপাত্তধারীর উপাত্ত প্রক্রিয়া করিতে পারিবে, যথা:-

(ক) উপাত্তধারী পক্ষভুক্ত রহিয়াছে এমন কোনো চুক্তির অধীন কার্য-সম্পাদন;

(খ) চুক্তি সম্পাদনের প্রয়োজনে উপাত্তধারীর অনুরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(গ) কোনো চুক্তির অধীন অর্পিত বাধ্যবাধকতা ব্যতিরেকে, উপাত্ত-জিম্মাদার-সংশ্লিষ্ট কোনো আইনগত বাধ্যবাধকতা প্রতিপালন;

(ঘ) উপাত্তধারীর অপরিহার্য স্বার্থ সুরক্ষা;

ব্যাখ্যা।- "অপরিহার্য স্বার্থ" অর্থ উপাত্তধারীর জীবন, মৃত্যু বা নিরাপত্তা সংক্রান্ত কোনো স্বার্থ;

(ঙ) জনস্বাস্থ্য, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা বা গবেষণা সংক্রান্ত বা উপাত্তধারী বা অন্য কোনো ব্যক্তির জীবন বা স্বাস্থ্য ঝুঁকির ফলে উদ্ভূত জরুরি চিকিৎসা সম্পর্কিত কার্যক্রম;

(চ) এখতিয়ার সম্পন্ন আদালতের আদেশ প্রতিপালন;

(ছ) আইনগত বাধ্যবাধকতা পূরণার্থ কোনো কার্য-সম্পাদন;

(জ) কোনো সনদ, লাইসেন্স বা পারমিট এর অধীন, অথবা সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সেবা বা সুবিধা প্রদান সম্পর্কিত কোনো কার্য-সম্পাদন।

(৬) জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয়ে প্রয়োজনীয় হইলে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, উপাত্ত-জিম্মাদার কোনো উপাত্তধারীর উপাত্ত প্রক্রিয়া করিতে পারিবে।

৮। উপাত্তধারীকে অবহিতকরণ।- উপাত্ত-জিম্মাদার, এই আইনের অধীন উপাত্ত সংগ্রহের পূর্বে, বা উপাত্তধারীর উপাত্ত ধারণ, ব্যবহার, প্রক্রিয়াকরণ বা প্রকাশের ক্ষেত্রে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, উপাত্তধারীকে অবহিত করিবে, এবং উহাতে উপাত্ত সংগ্রহের উদ্দেশ্য, সংগ্রহের পদ্ধতি সম্পর্কিত তথ্যাদি সন্নিবেশিত থাকিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উপাত্ত ব্যবহারকারী যে উদ্দেশ্যে উপাত্ত সংগ্রহ করিয়াছে উহার সংশ্লিষ্টতায় সম্পাদিতব্য কর্মকান্ডের ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

DRAFT

৯। ব্যক্তিগত গোপনীয়তার সুরক্ষা।- উপাত্তধারীর ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লঙ্ঘিত হওয়ার কোনোরূপ সম্ভাবনা রহিয়াছে এইরূপ কোনো পদ্ধতিতে কোনো সংগ্রহকারী, প্রক্রিয়াকারী বা উপাত্ত-জিম্মাদার উপাত্তধারীর নিকট হইতে কোনো উপাত্ত সংগ্রহ, প্রক্রিয়া বা ধারণ করিবে না।

১০। উপাত্তধারীর নিকট হইতে উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতি।- (১) উপাত্ত-জিম্মাদারের নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, উপাত্তধারীর নিকট হইতে উপাত্ত সংগ্রহ করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা সরকারি কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, উপাত্ত সংগ্রহ করা যাইবে, যথা:-

(ক) সরকারি রেকর্ডপত্রে সংরক্ষিত উপাত্ত;

(খ) উপাত্তধারী কর্তৃক স্ব-উদ্যোগে সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্তকৃত কোনো উপাত্ত, অথবা উপাত্তধারী কর্তৃক অন্য কোনো অনুমোদিত উৎস হইতে উপাত্ত সংগ্রহের জন্য সম্মতি প্রদান করা হইয়াছে এমন উপাত্ত;

(গ) ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ক্ষুণ্ন হইবে না এইরূপ শর্তে দফা (খ) তে উল্লিখিত উৎস ব্যতীত অন্য কোনো উৎস হইতে সংগৃহীত উপাত্ত;

(ঘ) জাতীয় নিরাপত্তা সুরক্ষা বা কোনো অপরাধ প্রতিরোধ, শনাক্ত ও তদন্ত করিবার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় কোনো উপাত্ত।

চতুর্থ অধ্যায়
সংবেদনশীল উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ

১১। সংবেদনশীল উপাত্ত।- ধারা ৭ এর উপ-ধারা (৫) ও (৬) এর বিধান সাপেক্ষে, কোনো উপাত্ত-জিম্মাদার, নিম্নবর্ণিত শর্ত প্রতিপালনক্রমে, উপাত্তধারীর কোনো সংবেদনশীল উপাত্ত প্রক্রিয়া করিতে পারিবে, যথা:-

(ক) উপাত্ত প্রক্রিয়া করিবার জন্য উপাত্তধারীর সুনির্দিষ্ট সম্মতি গ্রহণ;

(খ) উপাত্ত-জিম্মাদার কর্তৃক পরিপালনীয় কার্যের ধারাবাহিকতায় (connection) কোনো আইন দ্বারা প্রদত্ত বা অর্পিত অধিকার বা বাধ্যবাধকতার অধীন কার্য-সম্পাদন;

(গ) উপাত্তধারীর স্বার্থ সুরক্ষার ক্ষেত্রে, যদি কোনো কারণে উপাত্তধারী কর্তৃক সম্মতি প্রদান করা সম্ভব না হয় বা যুক্তিসঙ্গত কোনো কারণে উপাত্ত-জিম্মাদার তাহার সম্মতি সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হন;

(ঘ) অন্য কোনো ব্যক্তির স্বার্থ সুরক্ষার ক্ষেত্রে, যদি উপাত্তধারী বা তাহার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি অযৌক্তিকভাবে সম্মতি প্রত্যাহার করেন;

(ঙ) চিকিৎসাকর্মী কর্তৃক চিকিৎসার দায়িত্ব পালন, এবং উপাত্তধারীর জীবন বা স্বাস্থ্য ঝুঁকির সহিত সম্পর্কিত জরুরি চিকিৎসার ক্ষেত্রে;

(চ) কোনো আইনগত কার্যধারার সহিত সম্পৃক্ত কোনো বিষয়;

(ছ) কোনো আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠা বা কোনো মামলা বা আইনগত কার্যধারায় আত্মরক্ষার (defence) জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে;

(জ) কোনো আদালতের আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে;

(ঝ) কোনো আইনের অধীন কোনো ব্যক্তির উপর অর্পিত কোনো কার্য-সম্পাদনের ক্ষেত্রে; এবং

(ঞ) যেক্ষেত্রে উপাত্তধারী স্বেচ্ছায় তাহার কোনো উপাত্ত সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করেন।

পঞ্চম অধ্যায়
শিশু-সম্পর্কিত উপাত্ত

১২। শিশু-সম্পর্কিত উপাত্ত।- (১) কোনো শিশুর পিতা-মাতা, অভিভাবক বা শিশুর পক্ষে সিদ্ধান্ত প্রদান করিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তির পূর্ব সম্মতি অথবা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত গবেষণা বা পরিসংখ্যান সংগ্রহের প্রয়োজন ব্যতিরেকে কোনো ব্যক্তি কোনো শিশুর উপাত্ত সংগ্রহ বা প্রক্রিয়া করিতে

পারিবেন না।

(২) উপাত্ত-জিম্মাদার, শিশুর অধিকার ও স্বার্থ যাহাতে সুরক্ষিত থাকে বা ক্ষুণ্ন না হয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শিশুর উপাত্ত প্রক্রিয়া করিবে।

(৩) শিশুর উপাত্ত প্রক্রিয়া করা, শিশুর বয়স যাচাই-পদ্ধতি, পিতা-মাতা বা অভিভাবক কর্তৃক সম্মতি প্রদান ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

ব্যাখ্যা।- এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে,-

(ক) "শিশু" অর্থ অনূর্ধ্ব ১৮ (আঠার) বৎসর বয়সের যেকোনো ব্যক্তি;

(খ) "ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি" অর্থ কোনো শিশুর ক্ষেত্রে, আদালত কর্তৃক উপাত্তধারী শিশুর উপাত্তে প্রবেশের এবং উহা সংশোধনের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো অভিভাবক বা ব্যক্তি।

ষষ্ঠ অধ্যায়
উপাত্তধারীর অধিকার

১৩। উপাত্তে প্রবেশাধিকার।- (১) উপাত্ত-জিম্মাদার বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক প্রক্রিয়াকৃত উপাত্ত সম্পর্কে উপাত্ত-জিম্মাদারের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় উপাত্ত পাওয়া ও তৎসশ্লিষ্ট উপাত্তে প্রবেশাধিকারের বিষয়ে উক্ত উপাত্ত-সংশ্লিষ্ট উপাত্তধারীর অধিকার থাকিবে।

(২) উপাত্তধারী, বিধি দ্বারা নির্ধারিত ফি পরিশোধ সাপেক্ষে, লিখিতভাবে, এতৎসংক্রান্ত উপাত্ত প্রাপ্তির জন্য উপাত্ত-জিম্মাদারকে অনুরোধ করিতে পারিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে, উপাত্ত-জিম্মাদার সুস্পষ্টভাবে অনুরোধকৃত প্রয়োজনীয় উপাত্ত উপাত্তধারীকে প্রদান করিবে।

(৪) উপ-ধারা (২) এর অধীন উপাত্ত পাইবার অধিকার পৃথকভাবে একটি একক অনুরোধ বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) যদি কোনো উপাত্ত-জিম্মাদার কোনো উপাত্ত ধারণ না করেন, কিন্তু এমনভাবে উপাত্ত

প্রক্রিয়াকরণ কার্য তত্ত্বাবধান করেন যাহাতে উক্ত উপাত্তধারণকারী উপাত্ত-জিম্মাদার উপ-ধারা (২) এর বিধান প্রতিপালনে সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে বাধাগ্রস্ত হন, তাহা হইলে উক্ত উপাত্ত প্রথমোক্ত উপাত্ত-জিম্মাদারের আওতাধীনে ধারণকৃত উপাত্ত বলিয়া গণ্য হইবে, এবং উক্ত উপাত্ত ধারণের আইনগত দায়ভার তাহার উপরও প্রযোজ্য হইবে।

১৪। সংশোধনের অধিকার, ইত্যাদি।- (১) উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণের উদ্দেশ্যের আলোকে অশুদ্ধ বা বিভ্রান্তিকর উপাত্ত সংশোধন, অসম্পূর্ণ উপাত্ত সম্পূর্ণকরণ, এবং উপাত্ত-জিম্মাদারের নিকট প্রক্রিয়াকরণের জন্য রক্ষিত উপাত্ত হালনাগাদকৃত অবস্থায় না থাকিলে প্রমাণকসহ উহা সংশোধন, সম্পূর্ণকরণ বা হালনাগাদ করিতে উপাত্তধারীর অধিকার থাকিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে উপাত্ত-জিম্মাদার যদি উক্তরূপে অনুরোধকৃত উপাত্ত সংশোধন, সম্পূর্ণকরণ বা হালনাগাদ করিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন, তাহা হইলে তিনি উপাত্তধারীকে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, উক্তরূপ অসম্মতি জ্ঞাপনের যৌক্তিক কারণ লিখিতভাবে অবহিত করিবেন।

(৩) যেক্ষেত্রে উপ-ধারা (২) এর অধীন উপাত্ত-জিম্মাদারের প্রদত্ত যৌক্তিকতায় (justification) উপাত্তধারী সন্তুষ্ট না হয়, সেইক্ষেত্রে তিনি উপাত্ত-জিম্মাদারকে সংশ্লিষ্ট উপাত্ত বিরোধপূর্ণ উপাত্ত বলিয়া চিহ্নিত করিতে অনুরোধ করিতে পারিবেন।

(৪) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রাপ্ত অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে উপাত্ত-জিম্মাদার যদি কোনো উপাত্ত সংশোধন বা সম্পূর্ণ বা হালনাগাদ করেন, তাহা হইলে তিনি বিধি দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তৎসম্পর্কে উপাত্তধারী ও সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করিবেন।

(৫) এই ধারার অধীন উপাত্ত সংশোধন, সম্পূর্ণকরণ বা হালনাগাদ করিবার জন্য অনুরোধপত্র দাখিল ও উহা নিষ্পন্নের পদ্ধতি, উপাত্ত-জিম্মাদার কর্তৃক উপাত্ত সংশোধন, সম্পূর্ণকরণ, হালনাগাদকরণ এবং অন্যান্য বিষয় বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১৫। সম্মতি প্রত্যাহার।- (১) উপাত্তধারী, লিখিত আবেদন দ্বারা, উপাত্ত প্রক্রিয়া করিবার জন্য তৎকর্তৃক প্রদত্ত সম্মতি প্রত্যাহার করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর, উপাত্ত-জিম্মাদার উপাত্তধারীর উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ হইতে বিরত থাকিবেন।

(৩) উপাত্তধারী কর্তৃক এই ধারার অধীন অর্পিত অধিকার প্রয়োগে ব্যর্থতা এই আইনের অধীন প্রদত্ত তাহার অন্য কোনো অধিকারকে ক্ষুণ্ন করিবে না।

(৪) এই ধারার অধীন উপাত্তধারী কর্তৃক সম্মতি প্রত্যাহার ও তৎসংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়াদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১৬। উপাত্ত বহনযোগ্যতার (portability) অধিকার।- (১) উপাত্তধারীর, সাধারণভাবে ব্যবহৃতরূপে, সুবিন্যস্ত আকারে বা মেশিন রিডেবল ফরম্যাটে, নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি প্রাপ্তির অধিকার থাকিবে, যথা:-

(ক) উপাত্ত-জিম্মাদারকে প্রদত্ত তাহার কোনো উপাত্ত;

(খ) প্রোফাইলের অংশ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত তাহার কোনো উপাত্ত;

(গ) উপাত্ত-জিম্মাদার কর্তৃক অন্য কোনোভাবে সংগৃহীত উপাত্তধারী সম্পর্কিত কোনো উপাত্ত;

(ঘ) উপাত্ত-জিম্মাদার কর্তৃক অন্য কোনো উপাত্ত-জিম্মাদারের নিকট হস্তান্তরকৃত উপাত্তধারী সম্পর্কিত কোনো উপাত্ত।

(২) উপ-ধারা (১) এর বিধান অজ্ঞাতনামারূপে বা এনক্রিপটেড উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য হইবে।

১৭। বিদেশি উপাত্তধারীর অধিকার।- বাংলাদেশে বসবাস বা অবস্থানরত কোনো বিদেশি ব্যক্তির সংগৃহীত উপাত্ত সম্পর্কে এই আইনের অধীন তাহার অধিকার থাকিবে।

১৮। উপাত্ত মুছিয়া ফেলিবার অধিকার।- (১) নিম্নবর্ণিত কোনো কারণে কোনো উপাত্তধারীর অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে, উপাত্ত-জিম্মাদার, তাহার নিকট রক্ষিত অনুরোধকারী সম্পর্কিত উপাত্ত, বিধি দ্বারা নির্ধারিত সময় ও পদ্ধতিতে, মুছিয়া ফেলিবেন, যথা:-

(ক) যে উদ্দেশ্যে উপাত্ত সংগ্রহ বা প্রক্রিয়া করা হইয়াছিল, সেই উদ্দেশ্যের আর কোনো প্রয়োজনীয়তা না থাকিলে;

(খ) উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণের জন্য উপাত্তধারী তৎকর্তৃক প্রদত্ত সম্মতি প্রত্যাহার করিলে;

(গ) উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণে উপাত্তধারী কর্তৃক এই আইনের অন্যান্য ধারার বিধান সাপেক্ষে আপত্তি উত্থাপিত হইলে;

(ঘ) কর্তৃত্ব বহির্ভূতভাবে উপাত্ত প্রক্রিয়া করা হইলে;

(ঙ) কোনো আইনগত বাধ্যবাধকতার আওতায় উপাত্ত মুছিয়া ফেলা আবশ্যক হইলে;

(চ) বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোনো কারণ উদ্ভব হইলে।

(২) যেক্ষেত্রে উপাত্ত-জিম্মাদার কর্তৃক কোনো উপাত্ত সর্বসাধারণের জন্য প্রকাশ (public) করা হয় এবং উহা যদি উপ-ধারা (১) এর অধীন মুছিয়া ফেলিবার অনুরোধ করা হয়, তাহা হইলে উপাত্ত-জিম্মাদার উক্ত উপাত্ত মুছিয়া ফেলিবার জন্য প্রয়োজনীয় যেকোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৩) নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যে উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণের প্রয়োজন হইলে, পূর্বোক্ত উপ-ধারাসমূহের বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে না, যথা:-

(ক) উপাত্ত ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার অধিকার প্রয়োগ;

(খ) আইনগত বাধ্যবাধকতা প্রতিপালনার্থ বা জনস্বার্থে কোনো কার্য-সম্পাদন;

(গ) জনস্বাস্থ্য-বিষয়ক স্বার্থ রক্ষা;

(ঘ) জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক গবেষণা বা পরিসংখ্যান আর্কাইভে সংরক্ষণ; যেক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত অধিকার প্রয়োগ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে বা উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণের মৌলিক উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়।

১৯। উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ নিবৃত্ত (prevent) করিবার অধিকার।- (১) যদি কোনো কারণে উপাত্তধারীর নিকট প্রতীয়মান হয় যে, তৎসম্পর্কিত কোনো উপাত্ত প্রক্রিয়া করা হইলে তাহার ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভবনা রহিয়াছে বা তিনি বাস্তবিক অর্থে ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন, তাহা হইলে উক্ত উপাত্তধারী, লিখিত আবেদন দ্বারা, উপাত্ত-জিম্মাদার বা প্রক্রিয়াকারীকে তাহার উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ বন্ধ রাখিতে অনুরোধ করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন অনুরোধ প্রাপ্তির পর, উপাত্ত-জিম্মাদার, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, উপাত্তধারীকে অবহিত করিয়া উক্তরূপ উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ কার্য বন্ধ রাখিবে, এবং একান্তই যদি

উক্ত কার্য বন্ধ করা না যায়, তাহা হইলে বিষয়টি সম্পর্কে, উহার কারণসহ, বোর্ড ও উপাত্তধারীকে অবহিত করিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন অবহিত হইবার পর বোর্ড যদি সন্তুষ্ট হন যে, এই ধারার অধীন উপাত্তধারী যৌক্তিকভাবে উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণের জন্য নিবৃত্ত থাকিতে অনুরোধ করিয়াছে, তাহা হইলে তিনি উক্তরূপে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার জন্য উপাত্ত-জিম্মাদারকে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

২০। অধিকার প্রয়োগের সাধারণ শর্তাদি।- (১) উপাত্ত-জিম্মাদার বরাবর প্রেরিত লিখিত অনুরোধের ভিত্তিতে এই অধ্যায়ের বিধানের অধীন অধিকার প্রয়োগ করা যাইবে এবং উহাতে অনুরোধকারী উপাত্তধারীকে শনাক্ত করিবার জন্য পর্যাপ্ত উপাত্ত প্রমাণ থাকিতে হইবে, এবং উক্তরূপে কোনো অনুরোধ প্রাপ্তির পর উপাত্ত-জিম্মাদার, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, উহার প্রাপ্তি স্বীকার করিবেন।

(২) উপাত্তধারী কর্তৃক এই অধ্যায়ে বর্ণিত অধিকার প্রয়োগ, উক্তরূপ অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে উপাত্ত-জিম্মাদার কর্তৃক প্রতিপালনীয় কার্য-পদ্ধতি ও উপাত্ত-জিম্মাদার কর্তৃক অনুরোধ প্রত্যাখ্যান এবং তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

সপ্তম অধ্যায়
জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা

২১। জবাবদিহিতা।- উপাত্ত-জিম্মাদার তৎকর্তৃক উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণের কার্য-সম্পাদনের ক্ষেত্রে এই আইন ও বিধির অধীন সকল বাধ্যবাধকতা প্রতিপালনের জন্য দায়ী থাকিবেন, এবং উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ কার্য-পদ্ধতির সুষ্ঠু প্রয়োগ নিশ্চিত করিবেন।

২২। স্বচ্ছতা।- (১) উপাত্ত-জিম্মাদার স্বচ্ছভাবে উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণের সকল রীতি-নীতি প্রয়োগের যুক্তিসংগত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন, এবং তিনি, বিধি দ্বারা নির্ধারিত ফরম ও পদ্ধতিতে, সংশ্লিষ্ট সকলকে নিম্নবর্ণিত তথ্যাদির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করিবেন, যথা:-

(ক) সাধারণভাবে সংগৃহীত উপাত্তের শ্রেণি ও উহার সংগ্রহ পদ্ধতি;

(খ) উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণের সাধারণ উদ্দেশ্য;

(গ) বিশেষ পরিস্থিতিতে বা উদ্দেশ্যে উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণে যে যে শ্রেণির উপাত্তের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত হইবার ঝুঁকির সৃষ্টি হইতে পারে সেই শ্রেণির উপাত্তের বিবরণ;

(ঘ) উপাত্তধারী কর্তৃক অধিকার প্রয়োগ পদ্ধতি এবং তৎসংক্রান্ত যোগাযোগের বিবরণ;

(ঙ) উপাত্তধারী কর্তৃক অধিকার প্রয়োগ বিষয়ে বোর্ডের নিকট অভিযোগ দায়ের সংক্রান্ত বিবরণ;

(চ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, উপাত্ত-জিম্মাদার কর্তৃক অন্য কোনো স্থানে উপাত্ত স্থানান্তর;

(ছ) বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোনো উপাত্ত।

(২) কোনো উপাত্তধারীর উপাত্ত-প্রক্রিয়াকরণ সংক্রান্ত কোনো গুরুত্বপূর্ণ কার্য-সম্পাদনের ক্ষেত্রে, উপাত্ত-জিম্মাদার, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, তৎসম্পর্কে সংশ্লিষ্ট উপাত্তধারীকে অবহিত করিবে।

২৩। উপাত্ত প্রকাশে সীমাবদ্ধতা।- এই আইনের অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, উপাত্তধারীর সম্মতি ব্যতিরেকে, যে উদ্দেশ্যে উপাত্ত সংগ্রহ করা হইয়াছিল সেই উদ্দেশ্যে ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে কোনো উপাত্ত প্রকাশ করা যাইবে না।

২৪। উপাত্তের নিরাপত্তা বিধানের মানদণ্ড।- (১) উপাত্তের ক্ষতি, অপব্যবহার, সংশোধন, দুর্ঘটনাবশত বা অননুমোদিত প্রবেশ, পরিবর্তন বা বিনষ্ট হইতে সুরক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে সরকার, বিধি দ্বারা, মানদণ্ড (standard) নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণে, উপাত্ত-জিম্মাদার নিম্নবর্ণিত বিষয়াদির ক্ষেত্রে তদবিবেচনায় প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে, যথা:-

(ক) উপাত্তের ধরন, এবং উপাত্ত মুছিয়া যাওয়া, উপাত্তের অপব্যবহার, পরিবর্তন, পরিবর্ধন, বিনষ্ট বা উপাত্তে অননুমোদিত প্রবেশ বা উহা প্রকাশের ফলে উদ্ভূত ক্ষতি;

(খ) যে যে কারণে উপাত্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে উহার কারণ;

(গ) উপাত্ত মজুতের স্থান বা এলাকা;

(ঘ) উপাত্তে প্রবেশের অধিকার রহিয়াছে এমন ব্যক্তিবর্গের বিশ্বস্ততা, সততা ও সক্ষমতা

নিশ্চিতে গৃহীত ব্যবস্থাদি;

(ঙ) উপাত্ত সংরক্ষণের স্থানে স্থাপিত যন্ত্রপাতির নিরাপত্তা সংক্রান্ত ব্যবস্থাদি;

(চ) উপাত্তের নিরাপদ স্থানান্তরে গৃহীত ব্যবস্থাদি।

(৩) উপাত্ত-জিম্মাদারের পক্ষে প্রক্রিয়াকারী কর্তৃক কোনো উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ কার্যাদি সুরক্ষিত করিবার উদ্দেশ্যে উপাত্ত-জিম্মাদার নিশ্চিত করিবে যে, প্রক্রিয়াকারী বিধি দ্বারা নির্ধারিত কারিগরি ও প্রাতিষ্ঠানিক নিরাপত্তার মানদন্ড অনুসরণ করিয়া উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণের কার্য-সম্পাদন করিয়াছে।

(৪) প্রক্রিয়াকারী উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত কারিগরি ও প্রাতিষ্ঠানিক নিরাপত্তার মানদন্ডের যথাযথ অনুসরণের জন্য পৃথকভাবে দায়ী থাকিবে।

২৫। উপাত্ত ধারণের (retention) শর্তাদি।- (১) যে উদ্দেশ্যে উপাত্ত প্রক্রিয়া করা হইয়াছে সেই উদ্দেশ্যে সংরক্ষণ করিবার জন্য বিধি দ্বারা নির্ধারিত মেয়াদের অতিরিক্ত মেয়াদে কোনো উপাত্ত সংরক্ষণ করা যাইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, উপাত্ত ব্যবহারকারী যে উদ্দেশ্যে উপাত্ত সংগ্রহ করিয়াছে উহার সংশ্লিষ্টতায় সম্পাদিতব্য কর্মকান্ডের ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন নির্ধারিত মেয়াদ অতিক্রান্তের পর সংশ্লিষ্ট উপাত্ত স্থায়ীভাবে বিনষ্ট করিবার দায়িত্ব উপাত্ত-জিম্মাদারের উপর ন্যস্ত থাকিবে।

২৬। উপাত্তের শুদ্ধতা (integrity) ও উপাত্তে প্রবেশের অধিকার।- (১) উপাত্ত-জিম্মাদার নিশ্চিত করিবে যে, যে উদ্দেশ্যে উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রক্রিয়া করা হইয়াছে সেই উদ্দেশ্যের নিরিখে উহা নির্ভুলভাবে, সম্পূর্ণরূপে এবং হালনাগাদকৃত অবস্থায় সংরক্ষণ করা হইয়াছে।

(২) উপাত্ত-জিম্মাদার তৎকর্তৃক সংরক্ষিত সকল উপাত্ত সংশ্লিষ্ট উপাত্তধারীকে প্রবেশের সুযোগ প্রদান করিবে; এবং এই আইনের অধীন উপাত্তে প্রবেশ বা, ক্ষেত্রমত, সংশোধনের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা ব্যতীত, ভুল, অসম্পূর্ণ, বিভ্রান্তিপূর্ণ বা হালনাগাদ নয় এমন উপাত্ত সংশোধন করিবার সুযোগ প্রদান করিবেন।

২৭। রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ।- (১) ধারা ২৫ এর বিধান সাপেক্ষে, উপাত্ত-জিম্মাদার তৎকর্তৃক

প্রক্রিয়াকৃত উপাত্ত-সংক্রান্ত সকল রেকর্ডপত্র (যেমন- আবেদনপত্র, অনুরোধপত্র, নোটিশ, উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ-সম্পর্কিত তথ্য, ইত্যাদি) যথাযথভাবে সংরক্ষণ করিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত সকল রেকর্ডপত্র, বিধি দ্বারা নির্ধারিত ফরম ও পদ্ধতিতে, সংরক্ষণ করিতে হইবে।

২৮। উপাত্তের গোপনীয়তা লঙ্ঘন (data breach) সম্পর্কিত নোটিশ প্রদান সংক্রান্ত বিধান।- (১) উপাত্তের গোপনীয়তা লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে, উপাত্ত-জিম্মাদার উক্তরূপ লঙ্ঘনের বিষয়ে অবগত হইবার ৭২ (বাহাত্তর) ঘন্টার মধ্যে বোর্ডকে উক্ত উপাত্ত গোপনীয়তা লঙ্ঘন সম্পর্কে নোটিশ দ্বারা অবহিত করিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত নোটিশে বিধি দ্বারা নির্ধারিত সকল উপাত্ত প্রদান করিতে হইবে।

(৩) উপাত্ত-জিম্মাদার উক্তরূপ উপাত্ত-লঙ্ঘন সংক্রান্ত সকল উপাত্ত ও ঘটনা, উহার প্রভাব এবং উহা প্রতিকারে গৃহীত ব্যবস্থাদি-সংক্রান্ত সকল রেকর্ড সংরক্ষণ করিবেন, এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, উক্ত বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে প্রক্রিয়াকারীকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করিবেন।

২৯। উপাত্ত নিরীক্ষা।- (১) উপাত্ত-জিম্মাদার, বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো নিরীক্ষক দ্বারা এবং তৎকর্তৃক নির্ধারিত সময়ে, উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ সংক্রান্ত সকল বা যেকোনো কার্যক্রম-নিরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(২) নিরীক্ষক এই আইন ও বিধির বিধানাবলীর অধীন প্রতিপালনীয় সকল বিষয় মূল্যায়ন করিবেন।

(৩) এই ধারার অধীন উপাত্ত নিরীক্ষার কার্য-সম্পাদন পদ্ধতি, প্রতিবেদন পেশ, নিরীক্ষকের যোগ্যতা ও এতৎসংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(৪) নিরীক্ষা কার্য-সম্পাদনের উদ্দেশ্যে, বোর্ড, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, কম্পিউটার সিস্টেম, উপাত্ত সম্পর্কিত জ্ঞান, উপাত্ত সুরক্ষা বা উপাত্তের গোপনীয়তা বিষয়ে অভিজ্ঞতা রহিয়াছে এইরূপ ব্যক্তি সমন্বয়ে, একটি নিরীক্ষা প্যানেল প্রস্তুত করিতে পারিবেন।

(৫) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যদি বোর্ডের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, উপাত্ত-জিম্মাদার যে পদ্ধতিতে উপাত্ত প্রক্রিয়া করিতেছে উহা উপাত্তধারীর জন্য ক্ষতিকর হইতে পারে, তাহা হইলে তৎকর্তৃক নিযুক্ত নিরীক্ষক দ্বারা নিরীক্ষা কার্য-সম্পাদনের জন্য উপাত্ত-জিম্মাদারকে নির্দেশ প্রদান

করিতে পারিবেন, এবং উক্তরূপে কোনো নির্দেশ প্রদান করা হইলে সংশ্লিষ্ট উপাত্ত-জিম্মাদার উহা প্রতিপালনে বাধ্য থাকিবেন।

৩০। উপাত্তের গোপনীয়তা লঙ্ঘনে উপাত্ত-জিম্মাদারের দায়িত্ব।- উপাত্তধারীর উপাত্তের গোপনীয়তা লঙ্ঘনে উপাত্ত-জিম্মাদারের দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণে যথাযথ কারিগরি ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গ্রহণ ও উহার বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ;

(খ) উপাত্তের ধরন, ব্যাপ্তি, প্রসঙ্গ, উদ্দেশ্য, সম্ভাব্য পরিবর্তনের ঝুঁকি ও উপাত্তধারীর অধিকারের বিষয়সমূহ বিবেচনায় লইয়া সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতিতে এই আইনের অধীন উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ কার্য-সম্পাদন;

(গ) উপাত্ত সুরক্ষার কার্য-সম্পাদন নীতি বা ধারা ৪২ এ বর্ণিত আদর্শ পরিচালন-বিধি অনুসরণ ও উহা বাস্তবায়ন;

(ঘ) দফা (ক), (খ) ও (গ) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোনো দায়িত্ব পালন ও কার্য-সম্পাদন।

৩১। উপাত্ত সুরক্ষা কর্মকর্তা (Data Protection Officer)।- (১) এই আইনের অধীন উপাত্ত সুরক্ষার উদ্দেশ্যে, উপাত্ত-জিম্মাদার তাঁহার নিয়ন্ত্রণাধীনে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত যোগ্যতাসম্পন্ন, একজন উপাত্ত সুরক্ষা কর্মকতা নিয়োগ করিবে।

(২) উপাত্ত সুরক্ষা কর্মকর্তা বিধি দ্বারা নির্ধারিত স্থানে কার্য-সম্পাদন ও দায়িত্ব পালন করিবে।

(৩) উপাত্ত সুরক্ষা কর্মকর্তা এই আইনের অধীন উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ-সংক্রান্ত সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের সহিত সম্পৃক্ত থাকিয়া উহার উদ্দেশ্য, প্রকৃতি, ব্যাপ্তি ও প্রসঙ্গ বিবেচনাক্রমে তাঁহার উপর অর্পিত দায়িত্ব সুচারুভাবে পালন করিবেন।

৩২। উপাত্ত সুরক্ষার সামগ্রিক পরিকল্পনা (design)।- উপাত্ত-জিম্মাদার-

(ক) উপাত্তধারীর ক্ষতি চিহ্নিতক্রমে উক্তরূপ ক্ষতি পরিহারকল্পে, প্রাতিষ্ঠানিক রীতি-

নীতি প্রতিপালনসহ কারিগরি ব্যবস্থাদির (technical system) যথাযথ মান অনুযায়ী সংস্থাপনের পরিকল্পনা করিবেন;

(খ) উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণে প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিধি দ্বারা নির্ধারিত মানদন্ড অনুসরণ করিবেন;

(গ) উপাত্ত সংগ্রহ কার্য হইতে উহা মুছিয়া (deletion) ফেলার কার্যসহ উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণের সকল পর্যায়ে উপাত্তধারীর আইনগত স্বার্থ এবং গোপনীয়তা রক্ষা করিবেন; এবং

(ঘ) এই আইন ও বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উপাত্ত প্রক্রিয়া করিবেন।

অষ্টম অধ্যায়
অব্যাহতি সংক্রান্ত বিষয়াদি

৩৩। অব্যাহতি।- ধারা ৩৪ এর বিধান সাপেক্ষে, উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে, এই আইনের সংশ্লিষ্ট বিধানের প্রয়োগ হইতে, অব্যাহতি প্রদান করা যাইবে, যথা:-

(ক) অপরাধ প্রতিরোধ বা শনাক্তকরণ বা অপরাধ তদন্তের উদ্দেশ্যে কোনো অপরাধীকে গ্রেফতার বা তাহার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের অথবা আরোপযোগ্য বা আরোপিত শুল্ক কর, ডিউটি বা সমজাতীয় অন্যান্য আদায় নির্ধারণ বা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ;

(খ) উপাত্তধারীর শারীরিক বা মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কিত উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ, যদি না উক্ত বিধানাবলির প্রয়োগ উপাত্তধারী বা অন্য কোনো ব্যক্তির শারীরিক বা মানসিক স্বাস্থ্যের গুরুতর ক্ষতির সম্ভবনা থাকে;

(গ) গবেষণা পরিচালনা বা পরিসংখ্যানগত তথ্য প্রস্তুতের প্রয়োজনে উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ, যদিনা উক্তরূপ গবেষণা বা পরিসংখ্যানের প্রকাশিত ফলাফল দ্বারা উপাত্তধারীকে চিহ্নিত করা যায়;

(ঘ) আদালতের রায় বা আদেশের প্রয়োজনে উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ;

(ঙ) বিধিগত কার্য-সম্পাদনের (regulatory function) প্রয়োজনে উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ, যদি না উক্তরূপ বিধানাবলির প্রয়োগ উক্ত কার্য-সম্পাদন প্রক্রিয়াকে ক্ষুণ্ন করে;

(চ) সংবাদ-মাধ্যম সংক্রান্ত (journalistic), সাহিত্য কর্ম (literary), শিল্প সংক্রান্ত (artistic) বা শিক্ষা সংক্রান্ত (academic) বিষয়ে উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ।

৩৪। অধিকতর অব্যাহতি প্রদানের ক্ষমতা।- (১) সরকার, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কোনো উপাত্ত-জিম্মাদারকে এই আইনের কোনো বিধানের প্রয়োগ হইতে, ধারা ৩৩ এ বর্ণিত ক্ষেত্রের অতিরিক্ত হিসাবে, অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন অব্যাহতি প্রদানের ক্ষেত্রে সরকার উহার বিবেচনায় প্রয়োজনীয় শর্ত আরোপ করিতে পারিবে।

নবম অধ্যায়
বাংলাদেশ উপাত্ত সুরক্ষা বোর্ড স্থাপন, গঠন, ইত্যাদি

৩৫। বোর্ড গঠন, কার্যালয়, ইত্যাদি।- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ১ (এক) জন চেয়ারম্যান ও ৪ (চার) জন সদস্য সমন্বয়ে বাংলাদেশ উপাত্ত সুরক্ষা বোর্ড নামে একটি বোর্ড গঠন করিবে।

(২) চেয়ারম্যান বোর্ডের প্রধান নির্বাহী হইবেন।

(৩) বোর্ডের কার্য-সম্পাদন পদ্ধতি ও তৎসংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়াদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(৪) বোর্ডের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে, তবে সরকার, প্রয়োজনে, ঢাকার বাহিরে দেশের যে কোনো স্থানে উহার শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

৩৬। চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের নিয়োগ, ইত্যাদি।- (১) চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ, ডিজিটাল

নিরাপত্তা, উপাত্ত সুরক্ষা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, জনসেবা বা আইন বিষয়ে যোগ্যতা, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা রহিয়াছে এমন ব্যক্তিদের মধ্য হইতে, সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন।

(২) চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের চাকরির শর্তাদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(৩) চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ বোর্ডের সার্বক্ষণিক কর্মচারী হইবেন, এবং তাহারা এই আইন এবং তদধীন প্রণীত বিধির বিধান সাপেক্ষে, কার্য-সম্পাদন, ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৪) বোর্ড এই আইনের অধীন উহার দায়িত্ব পালনে সরকার কর্তৃক গৃহীত নীতি-নির্দেশনা (policy guidelines) অনুসরণ করিবে।

(৫) চেয়ারম্যানের পদ শূন্য হইলে, বা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে চেয়ারম্যান তাহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, শূন্য পদে নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান দায়িত্বভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত বা চেয়ারম্যান পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত জ্যেষ্ঠতম সদস্য অস্থায়ীভাবে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করিবেন।

৩৭। সাধারণ পরিচালনা।- উপাত্ত সুরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়াদি ও কার্যাবলির সাধারণ পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা বোর্ডের উপর ন্যস্ত থাকিবে, এবং বোর্ড এই আইনের অধীন উপাত্ত সুরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়াদি ও কার্যাবলির সুষ্ঠু পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের জন্য যেকোনো ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য-সম্পাদন করিতে পারিবে।

৩৮। বোর্ডের সভা।- (১) এই ধারার অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, বোর্ড উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) বোর্ডের সভা চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে, এবং বোর্ডের সকল সভায় চেয়ারম্যান সভাপতিত্ব করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, প্রতি ৩ (তিন) মাসে বোর্ডের কমপক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) বোর্ডের সভায় কোরামের জন্য চেয়ারম্যানসহ অন্যূন ২(দুই) সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে।

(৪) সভায় উপস্থিত প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভাপতির নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

(৫) বোর্ডের সকল সিদ্ধান্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সম্মতিতে গৃহীত হইবে।

(৬) বোর্ডের কোনো সদস্য পদে শূন্যতা থাকিবার কারণে কোনো কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না এবং তৎসম্পর্কে আদালতে কোনো প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।

৩৯। বোর্ডের জনবল।- (১) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী বোর্ডের প্রয়োজনীয় জনবল থাকিবে।

(২) বোর্ড উহার কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও যোগ্যতা সাপেক্ষে, প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারী, বিশেষজ্ঞ বা পরামর্শক নিয়োগ করিতে পারিবে।

৪০। বোর্ডের ক্ষমতা।- (১) এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, বোর্ড এই আইনের অধীন কার্য-সম্পাদনের প্রয়োজনে যেকোনো ব্যবস্থা গ্রহণ ও ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) বর্ণিত ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া বোর্ড, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, নিম্নবর্ণিত সকল বা যেকোনো ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে, যথা:-

(ক) উপাত্ত সুরক্ষা সংক্রান্ত নিরীক্ষার মাধ্যমে তদন্ত পরিচালনা;

(খ) উপাত্ত-জিম্মাদার বা প্রক্রিয়াকারী বা, ক্ষেত্রমত, এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধিকে তৎকর্তৃক সম্পাদিত কাজের প্রয়োজনীয় উপাত্ত সরবরাহ করিবার আদেশ প্রদান;

(গ) এই আইন ও বিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ সম্পর্কে উপাত্ত-জিম্মাদার বা প্রক্রিয়াকারীকে নোটিশ প্রদান;

(ঘ) কার্য-সম্পাদনের প্রয়োজনে উপাত্ত-জিম্মাদার বা প্রক্রিয়াকারীর নিয়ন্ত্রণাধীন উপাত্তে প্রবেশ;

(ঙ) পরীক্ষা-নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে উপাত্ত-জিম্মাদার বা প্রক্রিয়াকারীর উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণের স্থানসহ উক্ত স্থানে উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য

স্থাপনায় প্রবেশ;

(চ) এই আইন ও বিধি লঙ্ঘনক্রমে উপাত্ত প্রক্রিয়া করিবার ক্ষেত্রে উপাত্ত-জিম্মাদার বা প্রক্রিয়াকারীকে সতর্ককরণ;

(ছ) এই আইনের বিধান অনুসরণক্রমে অধিকার প্রয়োগের ধারাবাহিকতায় উপাত্তধারীর অনুরোধ পরিপালনের জন্য উপাত্ত-জিম্মাদার বা প্রক্রিয়াকারীকে নির্দেশনা প্রদান;

(জ) এই আইনে বিধৃত বাধ্যবাধকতা অনুসরণক্রমে প্রক্রিয়াকরণ কার্যক্রম পরিচালনার ব্যাপারে উপাত্ত-জিম্মাদার ও প্রক্রিয়াকারীকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করা, এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত সময় ও পদ্ধতিতে উক্ত কার্যক্রম পরিচালনা;

(ঝ) উপাত্ত চ্যুতির ক্ষেত্রে উপাত্তধারীর সহিত যোগাযোগের জন্য উপাত্ত-জিম্মাদারকে নির্দেশনা প্রদান;

(ঞ) প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে প্রক্রিয়াকরণ কার্যক্রম নিষিদ্ধকরণ (ban);

(ট) উপাত্ত সংশোধন বা মুছিয়া ফেলার নির্দেশ প্রদান;

(ঠ) এই আইনের অধীন প্রশাসনিক জরিমানা আরোপের ক্ষেত্রে বোর্ডের নিকট প্রয়োজনীয় উপাত্ত উপস্থাপন;

(ড) বিদেশি কোনো রাষ্ট্রের গ্রাহক বা আন্তর্জাতিক সংগঠনে উপাত্ত সরবরাহ বন্ধ বা স্থগিতের আদেশ প্রদান;

(ঢ) এই আইন ও বিধির অধীন কার্য-সম্পাদনে উপাত্ত-জিম্মাদারকে পরামর্শ প্রদান;

(ণ) উপাত্ত সুরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্কতামূলক নির্দেশনা প্রদান;

(ত) উপাত্ত সুরক্ষার মানদণ্ড সম্পর্কিত নীতিমালা অনুসরণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান;

(থ) প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ক্ষমতা অর্পণ।

৪১। বোর্ডের কার্যাবলি।- এই আইনের উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে, বোর্ডের কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ,

যথা:-

(ক) এই আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন তত্ত্বাবধান;

(খ) বোর্ড উহার দায়িত্ব পালনে জনগণের জীবন মান উন্নয়নে সরকার কর্তৃক গৃহীত নীতি ও কর্মসূচি বাস্তবায়নকল্পে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ;

(গ) উপাত্তের গোপনীয়তার অধিকার সংরক্ষণ ও উহার সুরক্ষা প্রদান-সংক্রান্ত বিষয়াদি পর্যবেক্ষণ, পরিবীক্ষণ বা অনুসন্ধানক্রমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে সংশ্লিষ্ট সকলকে উৎসাহ প্রদান;

(ঘ) এই আইন সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

(ঙ) বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উপাত্ত-জিম্মাদার ও প্রক্রিয়াকারীকে তালিকাভুক্তকরণ (enroll);

(চ) এই আইনের বিধান অনুসারে উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ সংক্রান্ত যেকোনো কার্যক্রম নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে নিরীক্ষক প্যানেল প্রস্তুতকরণ;

(ছ) এই আইনের বিধান লঙ্ঘন সংক্রান্ত বিষয়ে অভিযোগ গ্রহণ ও তৎসম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ;

(জ) উপাত্ত সুরক্ষা ও উহার গোপনীয়তা সংক্রান্ত রেজিস্টার সংরক্ষণ;

(ঝ) দক্ষতার সহিত উপাত্ত সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ, ধারণ, ব্যবহার এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে কার্য-সম্পাদনের জন্য নির্দেশনা প্রদান;

(ঞ) জনগনের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির গবেষণা (Research & Development) এবং উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে উপাত্তের নিরাপদ ব্যবহারে সহায়তা প্রদান;

(ট) উপরি-উক্ত বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট আনুষঙ্গিক কার্য-সম্পাদন;

(ঠ) বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোনো কার্য-সম্পাদন।

৪২। আদর্শ পরিচালন-বিধি প্রণয়ন।- (১) বোর্ড, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, এই আইন ও বিধির বিধানাবলি সাপেক্ষে, উপাত্ত সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ, মজুত বা ধারণ, ব্যবহার ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে আদর্শ পরিচালন-বিধি (Standard Operations Procedure) প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া বোর্ড, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, নিম্নবর্ণিত বিষয়ে আদর্শ পরিচালন বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে, যথা:-

(ক) ধারা ৮ এর অধীন অবহিতকরণ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় শর্তাদিসহ ফরম ইত্যাদি প্রণয়ন;

(খ) উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ ও উহা ধারণের গুণগত মান নিশ্চিতকরণে গৃহীতব্য ব্যবস্থাদি;

(গ) সম্মতি প্রদানের শর্তাদি;

(ঘ) উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ সম্পর্কিত বিষয়াদি;

(ঙ) উপাত্তধারী কর্তৃক এই আইনের অধীন ক্ষমতা প্রয়োগ;

(চ) উপাত্ত বহনের অধিকার প্রয়োগ;

(ছ) উপাত্ত-জিম্মাদার ও প্রক্রিয়াকারী কর্তৃক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিসহ উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণের মানদণ্ড বজায় রাখিবার জন্য গৃহীতব্য ব্যবস্থাদি;

(জ) অজ্ঞাতনামা উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতি;

(ঝ) উপাত্ত বিনষ্ট, মুছিয়া ফেলা ও বিলোপকরণ পদ্ধতি;

(ঞ) উপাত্ত সুরক্ষার প্রভাব মূল্যায়ন পরিচালন পদ্ধতি;

(ট) বাংলাদেশের বাহিরে উপাত্ত স্থানান্তর পদ্ধতি;

(ঠ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয়।

(৩) উপাত্ত-জিম্মাদার বা প্রক্রিয়াকারী কর্তৃক এই ধারার অধীন প্রণীত আদর্শ পরিচালন বিধি প্রতিপালন না করা এই আইনের বিধানাবলির লঙ্ঘন বলিয়া গণ্য হইবে।

DRAFT

৪৩। বাজেট।- বোর্ড প্রতি বৎসর সরকার কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত সময়ের মধ্যে সম্ভাব্য আয়-ব্যয়সহ পরবর্তী অর্থ বৎসরের বার্ষিক বাজেট বিবরণী পেশ করিবে, এবং উহাতে উক্ত অর্থ বৎসরে সরকারের নিকট হইতে বোর্ডের কী পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হইবে উহারও উল্লেখ থাকিবে।

৪৪। হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা।- (১) বোর্ড, তৎকর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে, উহার আয়-ব্যয়ের যথাযথ হিসাবরক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বাৎসরিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(২) বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক বলিয়া উল্লিখিত, প্রতিবৎসর বোর্ডের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদনের অনুলিপি সরকার ও বোর্ডের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত নিরীক্ষা ব্যতিরেকেও Bangladesh Chartered Accountants Order, 1973 (P.O No. 2 of 1973)-এর Article 2(1)(b)-তে গৃহীত সংজ্ঞার্থ অনুযায়ী চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট দ্বারা বোর্ডের হিসাব নিরীক্ষা করা যাইবে এবং এইরূপ নিয়োগকৃত চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট নির্দিষ্টকৃত হারে পারিতোষিক প্রাপ্য হইবেন।

(৪) উপ-ধারা (২) ও (৩) অনুযায়ী হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কিংবা তাঁহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি বা চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট বোর্ডের সকল রেকর্ড, দলিল-দস্তাবেজ, নগদ অথবা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভাণ্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং বোর্ডের যেকোনো সদস্য, কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

৪৫। বোর্ডের নির্দেশ প্রদানের ক্ষমতা।- (১) এই আইন ও বিধির বিধানাবলি সাপেক্ষে, **বোর্ড** এই আইনের অধীন উহার দায়িত্ব সম্পাদনের উদ্দেশ্যে উপাত্ত-জিম্মাদার বা প্রক্রিয়াকারীকে লিখিতভাবে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন; এবং উপাত্ত-জিম্মাদার বা প্রক্রিয়াকারী অনুরূপ নির্দেশ পালন করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(২) এই ধারার অধীন বোর্ড কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশে সংশ্লিষ্ট কার্য-সম্পাদনের সময়সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া যাইবে।

৪৬। ক্ষমতার্পণ।- বোর্ড, এই আইন বা বিধির সহিত অসংগতিপূর্ণ নহে এইরূপ কোনো শর্তে, উহার যেকোনো ক্ষমতা বা দায়িত্ব কোনো সদস্য বা বোর্ডের যেকোনো কর্মকর্তা বা অন্য কোনো ব্যক্তির

অনুকূলে অর্পণ করিতে পারিবেন।

৪৭। জনসেবক।- চেয়ারম্যান, সদস্যগণ এবং বোর্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ Penal code (Act XLV of 1860) এর section 21 এ "Public servant" (জনসেবক) কথাটি যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে "Public servant" (জনসেবক) বলিয়া গণ্য হইবেন।

৪৮। উপাত্ত সরবরাহ।- (১) এই আইনের অন্যান্য বিধানের প্রয়োগকে ক্ষুণ্ন না করিয়া, বোর্ড এই আইনের অধীন উহার কার্য-সম্পাদনের উদ্দেশ্যে উপাত্ত-জিম্মাদার বা প্রক্রিয়াকারী বা সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো ব্যক্তিকে, তৎকর্তৃক নির্দিষ্টকৃত সময়ে, লিখিতভাবে, প্রয়োজনীয় উপাত্ত সরবরাহ করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো উপাত্ত সরবরাহের জন্য কোনো নির্দেশ প্রদান করা হইলে সংশ্লিষ্ট উপাত্ত-জিম্মাদার বা প্রক্রিয়াকারী বা ব্যক্তি উক্ত উপাত্ত সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবেন।

৪৯। অনুসন্ধান ও তদন্তের ক্ষমতা।- (১) বোর্ডের নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, উপাত্ত-জিম্মাদার বা প্রক্রিয়াকারী উপাত্তধারীর স্বার্থের পরিপন্থি বা এই আইন বা বিধি বা বোর্ড কর্তৃক জারিকৃত কোনো নির্দেশ লঙ্ঘনক্রমে কোনো কার্য করিয়াছে বা করিতেছে, তাহা হইলে তিনি উক্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান ও, ক্ষেত্রমত, তদন্ত করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বোর্ড, লিখিত আদেশ দ্বারা, উক্ত উপ-ধারার অধীন অনুসন্ধান বা তদন্ত পরিচালনার জন্য তাহার অধস্তন কোনো কর্মকর্তাকে ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) অধীন এর কোনো ক্ষমতা প্রদান করা হইলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা অনুসন্ধান বা তদন্ত পরিচালনার পর উহার প্রতিবেদন বোর্ড বরাবরে উপস্থাপন করিবেন।

(৪) এই আইনের অধীন অনুসন্ধান বা তদন্ত পরিচালনা পদ্ধতি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

দশম অধ্যায়
উপাত্ত মজুত ও স্থানান্তর সংক্রান্ত বিধান

৫০। শ্রেণিকৃত উপাত্ত (classified data) মজুতকরণ।- ধারা ৫১ এর বিধান সাপেক্ষে, সরকার

কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত শ্রেণিকৃত উপাত্ত, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, বাংলাদেশে মজুত করিতে হইবে।

৫১। উপাত্ত স্থানান্তর সংক্রান্ত বিধান।- ধারা ৫ এ বর্ণিত উপাত্ত সুরক্ষার নীতির আলোকে প্রণীত বিধির বিধান অনুসরণক্রমে-

(ক) ধারা ৫০ এ বর্ণিত কোনো উপাত্ত আন্ত:রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, বা সরকার কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত অন্য কোনো বিষয়ের প্রয়োজনে এই আইনের অধীন বাংলাদেশের বাহিরে; এবং

(খ) দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক বা বহুপাক্ষিক চুক্তি, কনভেনশন বা ফোরামের সদস্য রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশ পারস্পরিক সমতার নীতির আওতায় যেকোনো সদস্য রাষ্ট্র হইতে কোনো উপাত্ত বাংলাদেশে, এবং বাংলাদেশ হইতে কোনো উপাত্ত অন্য কোনো দেশে,

স্থানান্তর করা যাইবে।

একাদশ অধ্যায়
উপাত্ত সুরক্ষা রেজিস্টার

৫২। উপাত্ত-জিম্মাদার ও প্রক্রিয়াকারী তালিকাভুক্তকরণ।- (১) এই আইনের অধীন উপাত্ত-জিম্মাদার ও প্রক্রিয়াকারীর কার্য-সম্পাদন করিতে ইচ্ছুক প্রত্যেক ব্যক্তি আবশ্যিকভাবে বোর্ডে তালিকাভুক্ত (enroll) হইতে হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন তালিকাভুক্তকরণ পদ্ধতি, তালিকাভুক্তকরণের শর্তাদি, তালিকাভুক্তি নবায়ন ও উহা স্থগিতকরণ এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়াদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৫৩। উপাত্ত সুরক্ষা রেজিস্টার।- (১) বোর্ড, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, একটি উপাত্ত রেজিস্টার সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন।

(২) বোর্ড উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণের সহিত সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নাম ও

উক্তরূপ সংগ্রহ বা প্রক্রিয়াকরণের উদ্দেশ্য-সংক্রান্ত সকল বিষয়, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, উক্ত রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ রাখিবেন।

(৩) প্রত্যেক উপাত্ত-জিম্মাদার এই আইনের অধীন সংশ্লিষ্ট উপাত্তধারীর উপাত্ত সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ, ধারণ, সংযোজন, বিয়োজন, মজুত, অভিযোজন, পরিবর্তন, প্রত্যাবর্তনসহ অন্যান্য বিষয় নির্ভুল ও হালনাগাদভাবে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, তাহার তত্ত্বাবধানে উক্ত রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণ করিবে।

৫৪। রেজিস্টারে প্রবেশাধিকার।- বোর্ড রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত সকল উপাত্ত, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, সংশিষ্ট ব্যক্তির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে, পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত রাখিবেন।

দ্বাদশ অধ্যায়
অভিযোগ দায়ের, প্রশাসনিক জরিমানা, ইত্যাদি

৫৫। অভিযোগ দায়ের।- যদি কোনো উপাত্তধারী বা কোনো ব্যক্তির বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, কোনো উপাত্ত-জিম্মাদার বা প্রক্রিয়াকারী বা সংগ্রহকারী এই আইনের অধীন প্রদত্ত অধিকার লঙ্ঘন করিয়াছে বা এই আইনের বিধান লঙ্ঘনক্রমে কোনো কার্য করিয়াছে, তাহা হইলে উক্ত উপাত্তধারী বা ব্যক্তি, বিধি দ্বারা নির্ধারিত সময় ও পদ্ধতিতে, বোর্ডের নিকট অভিযোগ দায়ের করিতে পারিবেন।

৫৬। অবৈধভবে উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ।- (১) যদি কোনো ব্যক্তি এই আইনের বিধান লঙ্ঘনক্রমে কোনো উপাত্ত প্রক্রিয়া করেন বা প্রক্রিয়া করিতে জ্ঞাতসারে সহায়তা করেন, বা কোনো উপাত্ত প্রচার বা প্রকাশ করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির উক্তরূপ কাজ হইবে এই আইন বা বিধির অধীন প্রদত্ত কোনো আদেশ বা নির্দেশের লঙ্ঘন, এবং তজ্জন্য উক্ত ব্যক্তির উপর অনধিক তিন লক্ষ টাকা প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ করা যাইবে; এবং যদি কোনো ব্যক্তি উক্ত লঙ্ঘন দ্বিতীয় বার বা পুনঃপুনঃ সংঘটন করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির উপর অনধিক পাঁচ লক্ষ টাকা প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ করা যাইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো লঙ্ঘন সংবেদনশীল উপাত্ত সংক্রান্ত হইলে সংশ্লিষ্ট লঙ্ঘনকারীর উপর অনধিক পাঁচ লক্ষ টাকা প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ করা যাইবে।

৫৭। যথাযথ সুরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থতা।- যদি কোনো উপাত্ত-জিম্মাদার বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি উপাত্ত

সুরক্ষার প্রয়োজনে এই আইন ও বিধি লঙ্ঘনক্রমে উপাত্তের সুরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির উক্তরূপ কার্য হইবে এই আইন বা বিধির অধীন প্রদত্ত কোনো আদেশ বা নির্দেশের লঙ্ঘন, এবং তজ্জন্য উক্ত ব্যক্তির উপর অনধিক তিন লক্ষ টাকা প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ করা যাইবে।

৫৮। নির্দেশ প্রতিপালনে ব্যর্থতা।- যদি কোনো উপাত্ত-জিম্মাদার বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এই আইন বা বিধিতে প্রদত্ত কোনো নির্দেশ প্রতিপালনে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির উক্তরূপ কার্য হইবে এই আইন বা বিধির অধীন প্রদত্ত কোনো আদেশ বা নির্দেশের লঙ্ঘন, এবং তজ্জন্য উক্ত ব্যক্তির উপর অনধিক দুই লক্ষ টাকা প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ করা যাইবে।

৫৯। উপাত্ত স্থানান্তর, বিক্রয়, ইত্যাদি সংক্রান্ত বিধানের লঙ্ঘন।- (১) যদি কোনো উপাত্ত-জিম্মাদার বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, একক বা যৌথভাবে, জ্ঞাতসারে বা ইচ্ছাকৃতভাবে বা অসংযতভাবে, এই আইন বা বিধির লঙ্ঘনক্রমে উপাত্তধারী ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে এমন কোনো উপাত্ত সংগ্রহ বা প্রকাশ করেন অথবা কোনো উপাত্ত অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর অথবা বিক্রয় করেন বা বিক্রয়ের প্রস্তাব করেন, যাহার ফলে উপাত্তধারী ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির উক্তরূপ কার্য হইবে এই আইন বা বিধির অধীন প্রদত্ত কোনো আদেশ বা নির্দেশের লঙ্ঘন, এবং তজ্জন্য উক্ত ব্যক্তির উপর অনধিক তিন লক্ষ টাকা প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ করা যাইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো লঙ্ঘন সংবেদনশীল উপাত্ত-সংক্রান্ত হইলে সংশ্লিষ্ট লঙ্ঘনকারীর উপর অনধিক পাঁচ লক্ষ টাকা প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ করা যাইবে।

৬০। বিধি দ্বারা নির্দেশ, ইত্যাদির লঙ্ঘন নির্ধারণ।- এই অধ্যায়ের অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, বিধি দ্বারা, কোনো ব্যক্তির কতিপয় কার্য এই আইন বা বিধির অধীন প্রদত্ত কোনো আদেশ বা নির্দেশের লঙ্ঘন বলিয়া চিহ্নিত করা যাইবে এবং উহার জন্য উক্ত ব্যক্তির উপর বিধি দ্বারা নির্ধারিত পরিমাণ প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ করা যাইবে যাহা এই আইনের অধীন নির্ধারিত পরিমাণের অধিক হইবে না।

৬১। ক্ষতিপূরণ আদায়।- (১) যেক্ষেত্রে কোনো উপাত্ত-জিম্মাদার বা প্রক্রিয়াকারী বা সংগ্রহকারী এই আইন ও বিধি লঙ্ঘনক্রমে কোনো কার্য-সম্পাদনের ফলে কোনো উপাত্তধারী ক্ষতিগ্রস্ত হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত উপাত্তধারী বোর্ডের বা বিধি দ্বারা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ পাইবার জন্য অভিযোগ দায়ের করিতে পারিবেন, এবং উক্তরূপে কোনো আবেদন করা হইলে বোর্ড বা বিধি দ্বারা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ উপ-ধারা (২) এ নির্ধারিত পদ্ধতিতে উহা নিষ্পন্ন করিবে।

(২) এই ধারার অধীন অভিযোগ দায়ের, তৎসম্পর্কে আইনগত কার্যধারা গ্রহণ, উহা নিষ্পত্তির পদ্ধতি ও অন্যান্য বিষয় বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৬২। বিদেশি কোম্পানি কর্তৃক এই আইনের বিধানের লঙ্ঘন।- কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর দশম খণ্ডের অধীন নিবন্ধিত কোনো বিদেশি কোম্পানি এই আইনের কোনো বিধান লঙ্ঘনক্রমে কোনো কার্য করে, তাহা হইলে উক্ত কোম্পানির উপর উহার পূর্ববর্তি আর্থিক বৎসরের বাংলাদেশে কৃত ব্যবসায়ের মোট টার্নওভার এর অনধিক ৫% (শতকরা পাঁচ শতাংশ) অথবা বিধান লঙ্ঘনের ফলশ্রুতিতে যে পরিমাণ ক্ষতি হয় উহার ১৫০% (একশত পঞ্চাশ শতাংশ) অর্থ প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ করা যাইবে:-

তবে শর্ত থাকে যে, অনধিক ৫% (শতকরা পাঁচ শতাংশ) অথবা ১৫০% (একশত পঞ্চাশ শতাংশ) এরমধ্যে যাহার আর্থিক পরিমাণ বেশি হয় উহাই প্রশাসনিক জরিমানার পরিমাণ হিসাবে নির্ধারণ করিতে হইবে।

৬৩। প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ।- (১) বোর্ড, তাহার নিকট দায়েরকৃত অভিযোগ সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে, এই ধারার অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, শুনানির সুযোগ প্রদান করিয়া, আইন অথবা বিধি দ্বারা নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ করিতে পারিবে।

(২) কোনো ব্যক্তি এই আইনের অধীন তাহার উপর আরোপিত প্রশাসনিক জরিমানা, বিধি দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হইলে, উহা Public Demand Recovery Act, 1913 (Act 1X of 1913) এর অধীন সরকারি দাবি গণ্যে আদায়যোগ্য হইবে।

(৩) এই আইনের অধীন অভিযোগের গুরুত্ব অনুসারে কোন কোন ক্ষেত্রে কী পরিমাণ অর্থ প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ করা যাইবে উহা বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়
আপীল, আপীল কর্তৃপক্ষ গঠন, ইত্যাদি

DRAFT

৬৪। আপীল, আপীল কর্তৃপক্ষ গঠন, ইত্যাদি।- (১) কোনো ব্যক্তি ধারা ৬৩ এর অধীন বোর্ডের প্রদত্ত আদেশে সংক্ষুব্ধ হইলে, উক্ত আদেশ প্রদানের ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে, আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল করিতে পারিবে।

(২) সরকার, এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ৫(পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট একটি আপীল কর্তৃপক্ষ গঠন করিবে।

(৩) আপীল কর্তৃপক্ষ উপ-ধারা (১) এর অধীনে কোন আপীল প্রাপ্ত হইলে উক্ত আপীল প্রাপ্তির ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে উহা নিষ্পত্তি করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, আপীল কর্তৃপক্ষ আপীলের বিষয়বস্তুর গুরুত্ব বিবেচনায় সময়সীমা নির্ধারণ করিয়া ডাটা বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তিতে বিশেষজ্ঞ সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত ৩ সদস্য-বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ কমিটির মতামত গ্রহণ করিতে পারিবে এবং সেইক্ষেত্রে আপীল নিষ্পত্তির মেয়াদ হইবে ৯০(নব্বই) দিন।

(৪) আপীল দায়ের ও নিষ্পত্তির পদ্ধতি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

চর্তুদশ অধ্যায়
বিবিধ

৬৫। কতিপয় ক্ষেত্রে সরকারের নির্দেশ প্রদানের ক্ষমতা।- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা, বিদেশি রাষ্ট্রের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বা জনশৃঙ্খলার স্বার্থে, বোর্ডকে, সময় সময়, তৎবিবেচনায় প্রয়োজনীয় যে কোনো নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) এই আইনের অন্যান্য বিধানকে ক্ষুণ্ন না করিয়া, বোর্ড এই আইনের অধীন তাহার দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সরকারের উক্তরূপ নির্দেশ প্রতিপালনে বাধ্য থাকিবেন।

৬৬। প্রতিবেদন, ইত্যাদি।- সরকার, প্রয়োজনে, সময় সময়, বোর্ডের নিকট হইতে এই আইনের অধীন সম্পাদিত যেকোনো বিষয়ে প্রতিবেদন বা বিবরণী আহ্বান করিতে পারিবে, এবং উক্তরূপে কোনো প্রতিবেদন আহ্বান করা হইলে চেয়ারম্যান সরকারের নিকট উহা সরবরাহ করিবেন।

৬৭। এই আইন কার্যকর হইবার পূর্বে প্রক্রিয়াকৃত উপাত্ত সম্পর্কে অনুসরণীয় বিধান।- এই আইন কার্যকর হইবার পূর্বে কোনো উপাত্ত-জিম্মাদার কোনো উপাত্তধারী বা অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট হইতে কোনো উপাত্ত সংগ্রহ করিয়া থাকিলে উহা এই আইন ও বিধি অনুসরণক্রমে প্রক্রিয়া করিতে হইবে।

৬৮। অসুবিধা দূরীকরণ।- এই আইনের বিধানাবলি কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা দেখা দিলে সরকার উক্ত অসুবিধা দূরীকরণার্থ, লিখিত আদেশ দ্বারা, প্রয়োজনীয় যেকোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

৬৯। দ্বিপাক্ষিক, বহুপাক্ষিক এবং আন্ত:রাষ্ট্রীয় সহযোগিতার বিধান।- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, প্রয়োজনে, দ্বিপাক্ষিক, বহুপাক্ষিক এবং আন্ত:রাষ্ট্রীয় উপাত্ত বিনিময় ও অন্যান্য সহযোগিতার লক্ষ্যে অন্য কোনো রাষ্ট্র বা বহুপাক্ষিক সংস্থা বা কনসোর্টিয়াম বা ফোরাম এ যোগদান বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সদস্যপদ গ্রহণ করিতে পারিবে।

৭০। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।- সরকার, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৭১। ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ।- (১) এই আইন প্রর্বতনের পর সরকার, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের ইংরেজিতে অনূদিত একটি পাঠ প্রকাশ করিবে যাহা এই আইনের অনুমোদিত ইংরেজি পাঠ (Authentic English Text) নামে অভিহিত হইবে।

(২) বাংলা পাঠ ও ইংরেজি পাঠের মধ্য বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

উদ্দেশ্য ও কারণ সংবলিত বিবৃতি

ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী।

DRAFT